২৯-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - ব্যর্থ কথাবার্তা বলে তোমাদের অমূল্য সময়ের অপচয় কোরো না, বাবার স্মরণে থেকে সৌভাগ্যশালী হও।"

প্রশ্নঃ- বাপদাদা দুজনেই নিরহংকারী হয়ে বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য কি উপদেশ দেন?

উত্তরঃ- সর্বদা মনে কর যে শিববাবা আমাকে পড়াচ্ছেন। হয়তো ব্রহ্মাবাবাও তোমাদেরকে পড়াতে পারবেন কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের কল্যাণ হবে। তাই নিরহংকারী হয়ে ব্রহ্মাবাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে পড়াই না। কেবল বাবা-ই (শিববাবা) হলেন শিক্ষক, তাঁকেই স্মরণ কর। তাঁর স্মরণেই তোমরা বিকর্মাজীৎ হবে, বিকর্ম বিনাশ হবে, আমাকে স্মরণ করলে হবে না।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা অবশ্যই আছে যে পতিত-পাবন, পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর তিনিই ব্রহ্মার এই শরীরের দ্বারা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বুদ্ধি প্রথমেই শান্তিধামে যাবে তারপর এখানে আসবে। শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন আমাদেরকে রাজযোগ শেখানোর জন্য। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিতে তো এটা থাকে যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন। স্কুলে গেলে তো বুঝতে পারে যে অমুক শিক্ষক আমাদেরকে পড়ান। তাঁর নামও মনে থাকে। চোখে তাঁকে দেখাও যায়। কত প্রকারের সৎসঙ্গও হয়। সেক্ষেত্রে বলবে অমুক মহাত্মা আমাদেরকে অমুক শাস্ত্র শোনান। অনেক রকমের শাস্ত্র শোনায়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এইভাবেই শুনিয়ে এসেছে। এখন তোমরা এখানে বসে বসেই শিববাবাকে স্মরণ কর। তোমরা বোঝ যে শিববাবাই হলেন পতিত-পাবন, তিনিই আমাদের বাবা। তিনিই এসে ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে পড়ান। ব্রহ্মাবাবাও পড়ান। যখন ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা পড়াতে পারে তাহলে ব্রহ্মাবাবা কি পড়াতে পারবেন না? কিন্তু তোমরা এইটাই মনে কর যে শিববাবাই পড়াচ্ছেন, ব্রহ্মাবাবা নয়? এতে তোমাদের অনেক লাভ হবে। একেই নিরহংকারিতা বলা হয়। বাবা এবং ঠাকুরদাদা দুইজনেই নিরহংকারী। ইনি বলছেন, হয়তো আমিও পড়াই, কিন্তু মনে কর শিববাবা পড়াচ্ছেন। যত শিববাবাকে স্মরণ করবে তত বিকর্মাজিৎ হতে থাকবে। সর্বদা মনে কর যে পতিত-পাবন শিববাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর তিনিই আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। যতটা সম্ভব শিববাবাকে স্মরণে রাখতে হবে। উত্তরাধিকার তো তাঁর কাছ থেকেই প্রাপ্ত হবে। শিববাবা বলেন, নিরন্তর আমাকে স্মরণ কর। তিনি ব্রহ্মার আত্মাকেও বলেন যে তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা কর, এর দ্বারা অনেক উপার্জন হবে। স্বাস্থ্যও ভালো হবে। কখনও সময় নষ্ট কোরোনা। মন্দ কিছু শুনো না, মন্দ কিছু বোলো না... জ্ঞান এবং যোগ ছাড়া অন্য কোনো ব্যর্থ কথাবার্তা বোলো না। যে কথার মধ্যে জ্ঞান কম আছে, তাতে নিশ্চয়ই অজ্ঞান আছে। পরনিন্দা - পরচর্চা করতে থাকে। এই ধরণের কথাবার্তা কখনো শোনাও উচিত নয়। যখন কেউ তোমাকে এই ধরণের ব্যর্থ কথা শোনাবে তখন বুঝবে যে সে তোমার শত্রু, ব্যর্থ কথা শুনিয়ে তোমার সময় নষ্ট করছে। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন, এইরকম ব্যর্থ কথা শুনো না। হয়তো কারোর নিন্দা করবে কিংবা কারোর সম্বন্ধে অন্য কিছু বলবে। এই ধরণের কথা কখনো বোলো না এবং শুনো না। যেসকল কথার মধ্যে জ্ঞান নেই সেই সকল কথা শুনলে আরও ক্ষতি হবে তাই সেবাতে ব্যস্ত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়। এইসব ছবি নিয়ে যতজনকে বোঝাবে তত ধারণ হবে। এখানে বসেও এইসব চিত্র দেখে মনন-চিন্তন কর যে ইনি হলেন শিববাবা আর ইনি ব্রহ্মাবাবা... এনার দ্বারা আমরা উত্তরাধিকার পেয়ে থাকি। তারপর

এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। এইভাবে কথা বলতে বলতে নিজেকে বদলাতে পারবে। তাতেই কল্যাণ। পরনিন্দা - পরচর্চা করলে তো পাপ আত্মা হয়ে যাবে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, পাপ আত্মা হয়ো না। দুনিয়ার খবরাখবর, অমুক ব্যক্তি ঐরকম, সে এইরকম করেছে - এইসব কথাবার্তা যে শোনে আর যে শোনায় তারা কেবল সময় নষ্ট করে। তোমরা তো কত সৌভাগ্যশালী হচ্ছ। সমগ্র বিশ্বের মালিক হচ্ছ। ভারত বরাবরই সৌভাগ্যশালী ছিল। বর্তমানে আর নেই। তাই বাবার দ্বারা পুনরায় ঐরকম হচ্ছ। বাবা এবং সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ ব্যাপার। এই সঙ্গমযুগের কথা কেউই জানেনা। কলিযুগে এখন সকলেই পতিত। সত্যযুগে সবাই পবিত্র ছিল। বাবা বলছেন, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্য আসি। এই দুনিয়াতে অজামিলের মত পাপীরাও আছে। এটা তো পাপের-ই দুনিয়া, এখানে একটুও শান্তি নেই। ওটা হল পূণ্য আত্মাদের জন্য শান্তির দুনিয়া। এইসকল কথা কেউই বোঝাতে পারবে না। কেউই জানে না যে কোথায় শান্তি পাওয়া যাবে। তোমরা এখন বোঝাচ্ছ যে সুখধামে সুখ পাওয়া যায়। এটা তো দুঃখধাম। হয়তো বড় বড় অট্টালিকা বানিয়েছ কিন্তু সমস্ত পথই তো শেষে পতিত বানিয়ে দেয়। নাহলে কিভাবে ভারতের এত অধঃপতন হয়েছে। কেবল বাবা-ই ওপরে ওঠান। বাকি সবাই নিচে নামায় - এটা অত্যন্ত বোঝার বিষয়। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। শিক্ষক যখন বলেন যে তিনি বি.এ. পড়ান তখন তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেন না। এই বেহদের বাবাও বলছেন যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানাই। স্বর্গের রাজা বানাই। স্বর্গের রাজা হওয়া এবং নরকের রাজা হওয়ার মধ্যে দিনরাতের তফাৎ। নরকে যারা রাজারানী হয় তারা দান পূণ্য করে রাজা রানী হয়, অল্প সময়ের জন্য সুখ পায়। কিন্তু স্বর্গের রাজা রানী হয় পড়ার দ্বারা। তোমরা এটাও জানো যে বাবা কি পরিকল্পনা করছেন। সমগ্র দুনিয়া আজ দুঃখধাম হয়ে গেছে, একে সুখধাম বানাতে হবে। জানো যে ভারত আগে সুখধাম ছিল। তখন বাকি আত্মারা শান্তিধামে ছিল। এখন তো সকলে দুঃখধামে আছে। এরপর শান্তিধামে আর সুখধামে যেতে হবে। যারা এখন রাজযোগ শিখছে তারাই কেবল সুখধামে আসবে। বাকিরা হিসাবপত্র সমাপ্ত করে শান্তিধামে চলে যাবে। শান্তিধাম এবং সুখধাম যে কি তা দুনিয়াতে কেউই জানে না। এই বাবাও বলছেন যে আমিও জানতাম না। যে নিজে বিশ্বের মালিক ছিল সে-ই ভুলে গিয়েছিল। তাহলে অন্যান্য মানুষ কিভাবে জানবে। নাটক অনুসারে সবাইকে নীচে নামতেই হত। এখন আবার ওপরে ওঠার সময়। বাবা বলছেন, আমি সবাইকে শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যেতেই এসেছি। তোমাদের কাছে এমন অনেকে আসবে যারা বলবে মনের শান্তি চাই। কিন্তু সুখধামের কথা কেউই বলবে না। সন্ন্যাসীরা তো নিবৃত্তি মার্গের পথিক। তারা সুখের রাস্তা বলতে পারবে না। তাই বাবার দয়া হয় যে এদেরকে শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যাব। বাচ্চাদেরও বাবার পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছে হওয়া উচিত। বাবার কাছ থেকে নিশ্চয়ই ভারতবাসীরাই উত্তরাধিকার পাবে। আমরা কেন এখন নরকে আছি। আমরাই তো স্বর্গে ছিলাম। কিন্তু এইসমস্ত কথা কিছুই বুঝতে পারেনা। মায়া বুদ্ধির তালা পুরো বন্ধ করে রেখেছে। তাই এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারেনা। ভগবান যখন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে আমাদের তো স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত। কিন্তু এখন আর নেই। কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। এইবার এই রাবণ রাজ্যের বিনাশ অবশ্যই হবে। তার জন্য শীঘ্রই সেই মহাভারতের যুদ্ধ হবে। এইসব খুবই সহজ কথা কিন্তু তার আগে তো বুদ্ধিতে ধারণ হতে হবে। বুদ্ধিতে ধারণ না হওয়ার কারণ হল নিজেদের মধ্যে অনেক পরনিন্দা-পরচর্চা করতে থাকে। সময় নষ্ট করে। এই ধরনের কথাবার্তা শোনা উচিত নয়। পড়াশুনাতে ব্যস্ত থাকলে তবেই উঁচু পদ পাবে। পাঠশালায় যে ভালো স্টুডেন্ট হয় সে খুব ভালোভাবে পড়ে। বিশেষ করে পরীক্ষার দিনে একান্তে গিয়ে পড়াশুনা করে যাতে না অনুত্তীর্ণ

হয়ে যায়। যারা অনুত্তীর্ণ হয় তারা হোঁচট খেতে থাকে। বাবা বলছেন, যতটা সম্ভব বাবার স্মরণে থাক। পাত্রের সাথে পাত্রীর বিবাহ হলেই ছাপ লেগে যায়। কাল যদি স্বামী মারাও যায় তাহলেও যতদিন বাঁচবে তাকে স্মরণ করবে। কিন্তু এই স্বামী তো পতিত বানায় আর বাবা বলছেন আমি তোমাকে স্বর্গের মালিক বানাই। তাই এইরকম বাবাকে কতই না স্মরণ করতে হবে। মায়া তোমাদের যোগ ভাঙার জন্য অনেক চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমাদেরকে সাহসী হয়ে থাকতে হবে। সংকল্পেও এমন অনেক ঝড় আসবে যা হয়তো অজ্ঞানকালেও আসেনি। বৈদ্যরা বলে যে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এমন না যে ভয় পেয়ে বললাম অন্য ওষুধ দিন। বাবাও বলছেন যে ভয় পেও না। মনে অনেক ঝড় আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম করো না। এক-দুজনকে জ্ঞান শুনিয়ে তাদের কল্যাণ কর। বাবা অনেক করে বোঝান যে তোমরা নিজেদের খুশিতে থাক। ঘরেই গীতা পাঠশালা খোলো। দান (চ্যারিটি) তো ঘর থেকেই শুরু হয়। সন্তানদেরকেও স্বর্গের মালিক বানাও। বাবা তো স্ত্রী এবং সন্তানদের রচনা করেন সুখের জন্য। তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন করছি। তাহলে কেননা স্ত্রী-সন্তানদেরকেও উপার্জনের সুযোগ করে দেব। তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে বল যে কাজকর্ম করতে করতে কেবল বাবাকে স্মরণ কর। এটা এত অভ্যাস করতে হবে যাতে অন্তিমে বিনাশের সময়ে কেবল বাবাই স্মরণে থাকেন। বাবা বলছেন, তোমরা সবাই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থায় আছ। সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে। আমি তো নিয়ে যেতেই এসেছি। তোমাদের ডানা ভেঙে গেছে। সন্ন্যাসীরা তো ব্রহ্মতত্বকে স্মরণ করে। তারা বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। তবে যারা দেবতা ধর্মের হবে তারা মানবে এবং বাবাকে স্মরণও করতে থাকবে। ব্রাহ্মণ না হলে তো দেবতা হওয়া যাবে না। এটা বিভিন্ন বর্ণের খেলা। শূদ্র বর্ণের ছিল। এখন ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়ে ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার পাচ্ছে। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি। এরপর আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হব। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সবথেকে উঁচু। ব্রাহ্মণদের টিকি থাকে, তাই না? আমরা বাজুলি (ডিগবাজি) খেলছি। এতে ৮৪ জন্মের জ্ঞান এক সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়। যেমন বাজুলি খেলতে খেলতে(দন্ডি কাটতে কাটতে) তীর্থ করতে যায়। ভক্তি ভরে যায়। আজকাল তো তীর্থ করতে গিয়েও মদ্যপান করে। খাওয়ার অভ্যাস থাকলে লুকিয়ে পকেটে করে বোতল নিয়ে যায়। বাবার (ব্রহ্মাবাবার) তো সবকিছুরই অভিজ্ঞতা আছে। বাবা (শিববাবা) খুবই অনুভবী রথ নিয়েছেন। এঁনাকেও (ব্রহ্মাবাবাকে) বাবা (শিববাবা) বলছেন, তুমি অনেক গুরু, সৎসঙ্গ ইত্যাদি করেছ। কিন্তু এখন সেইসব ভুলে যাও। এখন আমি যেটা শোনাচ্ছি সেটাই শোনো। ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। রথ তো বাস্তবে এটা। এই রথের রথী হলেন শিববাবা। তোমরা সকলেই অর্জুন হয়েছ। এখানে তো ঘোড়ার গাড়ি নেই আর কোনো সৈন্যও নেই। ওটা হল ভক্তিমার্গ। এটা জ্ঞানমার্গ। ভক্তির বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল বাবা-ই জ্ঞান দেন, বাকি সবাই তো ভক্ত। সমগ্র দুনিয়াতে যত মানুষ আছে সকল আত্মাই বলে - হে গড ফাদার । আত্মারা বোঝে যে তিনিই আত্মাদের পিতা। এটাও জানে যে আমাদের একজন লৌকিক পিতাও আছে। তাহলে কেন সেই হেভেনলি (স্বর্গীয়) গড ফাদারকেই স্মরণ করে না। কেবল দুঃখের সময়েই কেন তাঁকে স্মরণ করে? বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে এত সুখ শান্তি দিই যে আবার দুঃখের সময় আসলেই আমাকে স্মরণ কর। নিজেদের মধ্যে এইরকম জ্ঞানের আলোচনা করতে হবে। আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে এবং অফিসারদের কাছেও যেতে হবে। সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। অনেক যুক্তির দ্বারা তাদেরকে জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে। কারো বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে সেবার জন্যই যাও। তোমরা হলে গুপ্ত অহিংসক সৈনিক। তোমাদের কারোর সাথে হিংসা করা কিংবা দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পড়াশুনাতে ব্যস্ত থাকতে হবে। পরনিন্দা-পরচর্চার ব্যর্থ কথা শোনা উচিত নয়। নিজের সময় ব্যর্থ নষ্ট করো না।

২) একে অপরকে জ্ঞান শুনিয়ে কল্যাণ করতে হবে। কখনও মনের তুফানের বশীভূত হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়।

বরদান:- নিজেকে বিশিষ্ট অভিনেতা মনে করে, সাধারণত্বের সমাপ্তকারী পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হও।

বাবা যেমন পরম আত্মা, তেমনই বিশেষ ভূমিকা পালনকারী বাচ্চারাও সব ব্যাপারে পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। কেবল চলতে-ফিরতে, খাওয়ার সময় নিজেকে বিশিষ্ট অভিনেতা মনে করে নাটকের মঞ্চে অভিনয় কর। প্রত্যেক মুহূর্তে যেন নিজের কর্মের অর্থাৎ ভূমিকার ওপর অ্যাটেনশন থাকে। বিশিষ্ট অভিনেতা কখনো অসতর্ক হয় না। হিরো যদি সাধারণ অভিনেতার মত অভিনয় করে তাহলে সবাই হাসবে। তাই প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেক সংকল্প, প্রত্যেক সময় যেন বিশেষ হয়, সাধারণ নয়।

স্লোগান:- নিজের বৃত্তিকে শক্তিশালী করলে সেবার বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই হবে।